যুগান্তর

তারিখ ... 14 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

কতিপয় মেডিকেল শিক্ষার্থীর দুর্দশা

রংপুরে নর্দার্ন মেডিকেল কলেজ নামে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হইয়াছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর জাল করিয়া। ঘটনাটি ধরা পড়ায় কলেজটির অনুমোদন বাতিল করা হইয়াছে। উহাতে বিপাকে পড়িয়াছে কলেজটির প্রায় দেড়শত ছাত্রছাত্রী। কলেজটির অনুমোদন বাতিল হওয়ায় স্বভাবতই তাহাদের ছাত্রত্বও বাতিল হইয়া গিয়াছে। কলেজ পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান গা-ঢাকা দিয়াছেন। আর বিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা রংপুরে বিক্ষোভ মিছিল, জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও ও সড়ক অবরোধ করিয়া তাহাদের ছাত্রত্ব ফিরাইয়া দেওয়ার দাবি জানাইয়াছে। তাহারা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা তুলিয়া ধরিয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অনেক ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের প্রতিনিধিরা ঢাকায় আসিয়া বিষয়টি লইয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দাবিকে অযৌক্তিক বলার অবকাশ নাই। কারণ তাহারা প্রত্যেকে মোটা অংকের টাকা দিয়া ভর্তি হইয়াছে। এখন তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চিকিৎসক হইবার যে বাসনা তাহাদের ছিল তাহা পূরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ তাহারা যেমন পাবলিক মেডিকেল কলেজে স্থান পাইবে না, তেমনিই তাহাদের অন্য কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগও সহজ হইবে না। এক সময় এই দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। পরে এক সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙের ছাতার মতো স্থাপিত হইতে থাকিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উহার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হইল বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ। ঐ সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলিতেই শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ নাই। এই অবস্থায় মজুরি কমিশনের সুপারিশে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করা হইয়াছে। কয়েকটির বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বাতিলের ঘটনা ইহাই প্রথম। নর্দার্ন কলেজের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ তোলা হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হওয়ার ফলেই কলেজটি বাতিল করা হইয়াছে। পরিণামে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। তবে অন্যান্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজও যে নীতিমালা মাফিক চলিতেছে তাহা বলা যাইবে না। বেশিরভাগ বেসরকারি মেডিকেল কলেজই যে নিয়মনীতি মানিয়া চলিতেছে না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দুর্নীতি ও অনিয়মই এই সব প্রতিষ্ঠানে নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলেজগুলির পরিচালকরা বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করিয়া থাকে। যাহাদের চিকিৎসক হইবার ন্যূনতম যোগ্যতা নাই তাহারাও টাকার জোরে ঐ সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে অনায়াসে ভর্তি হইতে পারে। অথচ সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কিংবা ডেন্টাল কলেজগুলিতে শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ নাই, ক্লাসরুম নাই, থাকিলেও সেইখানে ছাত্রদের বসিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাদান তো দূরের কথা অর্ধশত বৎসর পূর্বে যেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল উহারও শিখাইবার অবকাশ নাই। যেই সকল রোগী ঐ সকল কলেজের হাসপাতালে ভর্তি হয় তাহারা উপযুক্ত চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হয়। এক্সরে মেশিন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হইলেও কোন কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে উহাও নাই। ৩টিকয়েক খণ্ডকালীন চিকিৎসক দিয়া নামকাওয়াস্তে পঠন-পাঠন চালানো হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম না থাকায় ঐ তথাকথিত শিক্ষাদানও অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহা অনেকটা ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দারের মতো। ফলে ঐ সকল কলেজ হইতে যাহারা পাস করিয়া সার্টিফিকেট লাভ করে তাহারা আসলে 'হাতুড়ে' ডাক্তারে পরিণত হয়। বস্তুত ইহারা দেশের চিকিৎসার মানের আরও অবনতি ঘটাইতেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে যেই সকল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাহারা ও তাহাদের অভিভাবকরাও কম দায়ী নহে। ভর্তির আগে হইতেই তাহাদের ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ-খবর লওয়া প্রয়োজন। মনে হয় সত্যিকারের চিকিৎসক হওয়া নহে, একটি সার্টিফিকেট লাভ তাহাদের লক্ষ্য। আমরা রংপুর নর্দার্ন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। ইহার পাশাপাশি যেই সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নাই সেইগুলির ব্যাপারেও সরকারকে কঠোর সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। মেডিকেল শিক্ষার নামে এই ধরনের অনিয়ম ও অব্যবস্থা চলিতে পারে না। নর্দার্ন মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে প্রশাসনের দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে। একটি হইল, কলেজটির পলাতক পরিচালকের জালিয়াতির উপযুক্ত শাস্তিদান, অপরটি হইল অন্যকোন ভাল বেসরকারি কলেজে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা করা। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিয়া সরকারকে অচিরেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।